তারিখ 14 MAY 2017
৮

# শিক্ষা-অশিক্ষা কুশিক্ষা!

আলী যাকের

সেই বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে যখন নাটকের কাজকর্ম শুরু করেছিলাম তখন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা ছিল বিস্তর কিন্তু শিল্পকলায় প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা তো দুরস্ত, হাতে-কলমে শিক্ষা অর্জনও সম্ভব হয়নি। এর কারণ হলো, স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে পাকিস্তানি শাসনের ২৩ বছরকালে নাটক মাধ্যম নিয়ে কোনো সিরিয়াস কাজকর্ম হয়নি। এর পেছনে বিস্তর ব্যাখ্যা থাকতে পারে। তবে আমার ধারণা এই যে, যেহেতু নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি, সেহেতু সেই সময়ে নিরবচ্ছিন্ন নাট্যচর্চা করতে হলে তাতে পাকিস্তানের অপশাসনবিরোধী কথাবার্তা একেবারে সোজাসাপ্টাভাবে উঠে আসত এবং সেটা নাট্যজনদের জন্য বিপদ ডেকে আনত। সে জন্যেই বোধ হয় অনেকেই তখন নাট্যচর্চা থেকে বিরত থেকেছেন। আমরা যখন নবনাট্যচর্চা শুরু করলাম, তখন আমাদের পুঁজি ছিল নাটককে আত্মস্থ করার এক দুর্মর ইচ্ছে আর অজানাকে জানার তীব্র আগ্রহ। এ নিয়েই স্বাধীনতা-উত্তর এক বাত্যাক্ষুব্ধ সময়ে আমরা নাটকের ভেলায় চড়ে বসেছিলাম। আর তখনই আমাদের চর্চাকে আরও শানিত করার জন্য বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করতে হয়েছিল আমাদের।

তবে সর্বাগ্রে যে কাজটির প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হয়েছিল তা হচ্ছে, একজন রুচিবান বাঙালি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু করা। এক কথায় বলা যায়, ওইভাবেই আমার দ্বিতীয় জীবনের শুরু। এই দ্বিতীয় জীবন হচ্ছে, স্বশিক্ষায় আত্মনিবেদনের জীবন। এরকম একটি মিশন নিয়ে জীবন শুরু করলে জীবনের বাহ্যিক এবং জীবননিষ্ঠ অন্তর্গত দিকগুলোর প্রতি একটি মানুষকে যত্নশীল হতেই হয়। তখন আর যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করলে চলে না। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে মনোসংযোগ করতে হয় একজন সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে। এই কাজটি, এটি সংস্কৃতি চর্চায় অবশ্য কর্তব্য বলেই আমরা জেনে এসেছি নাটকের সেই যাত্রা শুরুর সময় থেকেই। এই যে স্বশিক্ষায় উদ্যোগী হওয়া, এ বিষয়টি আমাদের বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রতিককালে প্রায় সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়েছে। 'প্রায়' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ, এখনও কিছু মানুষ এই দেশে আছেন যারা এ স্বশিক্ষার প্রয়াসকে আঁকড়ে ধরে আছেন। নাট্যকর্মে আসা সব তরুণের প্রতি আমাদের প্রথম নির্দেশ ছিল, বাংলা ভাষাটাকে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। একবার প্রমিত বাংলায় কথা বলতে শিখলে আমরা বাংলাদেশের যে কোনো উপভাষায় অনায়াসে কথা বলতে পারব। এ বিষয়টি আজকাল কেউ আর মেনে চলে না। মনে করে যে ভাষার বাতাবরণে অভিনেতার বিচরণ, সেই ভাষায় কথা বলাই যথেষ্ট। এ কারণে বেশিরভাগ ডায়ালেক্টনির্ভর নাটককে তার নিজস্ব এলাকার উপভাষার ওপর নির্ভর করতে দেখা যায়। কিছু অশিক্ষিত মানুষের যথেচ্ছাচারের কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। অনেকের এমত ধারণা আছে যে, বাংলাদেশবাসীর প্রমিত বাংলায় কথা বলার প্রয়োজন কী? এ ধরনের উক্তি কেবল অশিক্ষিত মানুষেরাই করে থাকে। নাটকের দুই প্রধান কেন্দ্র লন্ডন এবং নিউইয়র্কে অনেক ডায়ালেক্টনির্ভর নাটক অভিনীত হয়। সেখানে এসব নাটকে তারাই অভিনয় করেন যারা সুশিক্ষিত এবং প্রমিত ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী। তারা যেমন উপভাষায় দিব্যি অভিনয় করে যান, তেমনি শেকসপিয়রের নাটকেও অবলীলায় অভিনয় করেন। শেকসপিয়রীয় ইংরেজি দাঁতভাঙা হলেও তারা ওই ভাষায় স্বচ্ছন্দে অভিনয় করতে পারেন। আমাদের অনেক অভিনেতাকে রবীন্দ্র নাটকে অভিনয় করতে বললে দাঁত ভেঙে যাবে, মাইকেল মধুসূদন তো দুরস্ত। অতএব আমাদের নাট্য প্রয়াস ভয়ঙ্করভাবে সীমাবদ্ধ ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এই যে অশিক্ষার অগ্রাভিযান তা কেবল নাটকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর আক্রমণ এখন শানিত হচ্ছে। নাটকের কথা দিয়ে শুরু করেছি কারণ, এই বিষয়টির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। কিন্তু আমার সন্তানসম তরুণদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমার হৃদয় মথিত হয় ওদের অশিক্ষিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তখন আর কোনো কিছুই ভালো লাগে না।

সম্প্রতি এই অশিক্ষা কুশিক্ষাতে পর্যবসিত হচ্ছে। এটি আরও ভয়াবহ।

এখন আমার সন্তান আর বোধগম্য ভাষায় কথা বলে না। তার ভাবের প্রকাশের জন্য সে বেছে নিয়েছে এমন এক ভাষা, যা কেবল তার বন্ধু-বান্ধবরাই বোঝে। টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের ভাষাও আজ কুশিক্ষার শিকার হয়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে আমাদের সভ্যতা-ভব্যতা আজ আক্রান্ত। আমার দেশের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। যদিও ওই অঞ্চলের ভাষায় আমি বাড়িতে কথা বলি না, কিন্তু এক ধরনের ডায়ালেক্টে আমরা বাড়িতে কথা বলি। অনেকটা কুমিল্লার মানুষের ভাষায়। স্পষ্ট মনে আছে আমার দিদি, যিনি আমাদের বাল্য বয়সে সর্ব বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। বলতেন, 'বাইরে গেলে এই ভাষায় কথা বলবি না। মানুষ মনে করবে তোরা অশিক্ষিত'। শিক্ষা কেবল যে মুখের ভাষায় সীমাবদ্ধ তা নয়। সুশিক্ষা কিংবা অশিক্ষার নিদর্শন দেখা যায় আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সর্বত্র। এই লেখাটা শুরু করেছিলাম আমাদের জীবনে অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার ক্রমবিকাশের দুঃখ-চিন্তা থেকে। তবে একটি লেখায় তো সর্ব বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। এর পরের লেখাগুলোয় এই আলোচনার আরও প্রসার ঘটবে সেই অঙ্গীকার করছি।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........
তারিখ........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ভি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে